ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

অনিশ্চয়তায় আনুশকার 'চাকদহ এক্সপ্রেস' পৃঃ ৫

আমাকে 'কিং' বলে ডাকবেন না : কোহলি পৃঃ ৬


Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৮৩ ● কলকাতা ● ১১ চৈত্র, ১৪৩০ ● সোমবার ● ২৫ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা


## উত্তরপ্রদেশের ১৬ আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন বসপা সুপ্রিমো

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন** : লখনউ: নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন ধরেই 'বিজেপি বান্ধবের' ভূমিকা পালন করে চলেছেন বসপা সুপ্রিমো মায়াবতী। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের লক্ষ্যপূরণে এবার সরাসরিই আসরে নামলেন দলিতদের স্বঘোষিত মসিহা। সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেসের মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসানোই যে তার মূল লক্ষ্য তা রবিবার ফের একবার বুঝিয়ে দিলেন বহেনজি।এদিন উত্তরপ্রদেশের যে ১৬ আসনে বসপা প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আমরোহা। ওই আসনের বর্তমান সাংসদ দানিশ আলি ইতিমধ্যেই বসপা ছেড়ে কংগ্রেসে সামিল হয়েছেন এবং হাত শিবিরের প্রার্থী হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে বসপা দাঁড় করিয়েছে মুজাহিদ হোসেনকে। মুসলিম অধ্যুষিত সাহারানপুরে প্রার্থী হয়েছেন মাজিদ আলি। মোরাদাবাদে মহম্মদ ইরফান সফি, রামপুরে জিশান খান, পিলভিতে আনিস আহমেদ খান ওরফে ফুলবাবু, সম্ভলে সৌলত আলী এবং আম্বলায় আবিদ আলী বসপার হয়ে লড়বেন।

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার জন্য কুখ্যাত মুজফফরনগরে বসপা প্রার্থী হয়েছেন দারা সিংহ প্রজাপতি। কৈরানায় লড়বেন শ্রীপাল সিংহ, নাগিনায় সুরেন্দ্র পাল সিংহ। রাষ্ট্রীয় লোক দল নেতা জয়ন্ত চৌধুরীর খাসতালুক হিসাবে পরিচিত

এরপর ৩ পাতায়

## ভোটের আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল ক্যানিং

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন** : ভোটের আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল ক্যানিং। তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয়েছেন দু পক্ষের প্রায় সাতজন। যাদের মধ্যে তৃণমূলের তিনজন এবং চার বিজেপি কর্মী বলে দুই দলের তরফে দাবি করা হয়েছে। আহতরা হাসপাতালে চিকিতসাধীন।অন্যদিকে, তৃণমূলের ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন, "আমাদের দলীয় কর্মীরা মোটর সাইকেলে করে যখন বাড়িতে ফিরছিলেন তখনই বিজেপির লোকজন তাঁদেরকে কুতিসত ভাষায় আক্রমণ করে। সেই থেকে গন্ডগোলের সূত্রপাত। ঘটনায় আমাদের কয়েকজন কর্মীও আহত হয়েছে।"ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত জীবনতলা থানার মটরদিঘী গ্রাম পঞ্চায়েতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে তৃণমূল-বিজেপি একে অপরের সঙ্গে গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি এবং দলের আরও এক কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ

এরপর ৩ পাতায়

### বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ২৫শে মার্চ, ২০২৪ "দোল/হোলি" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ২৬শে মার্চ, ২০২৪ আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না আগামী ২৭শে মার্চ, ২০২৪ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

## তল্লাশির বিরুদ্ধে এবার নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানালেন মহুয়া মৈত্র

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন** :

শনিবার দিনভর মহুয়া মৈত্রের তিন ঠিকানায় পৌঁছে যায় সিবিআই আধিকারিকেরা। কলকাতার আলিপুর থেকে কৃষ্ণনগরের সাংসদ কার্যালয়। তারপর সন্ধ্যায় করিমপুরের বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই। আর এই তল্লাশির বিরুদ্ধে এবার নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানালেন মহুয়া মৈত্র।কমিশনকে অবিলম্বে কয়েকটি দায়িত্ব পালনের আর্জি জানিয়েছেন মহুয়া। চিঠি মারফত তিনি লিখেছেন, ১০ মার্চ তৃণমূলের তরফে তাঁকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। সব সংবাদমাধ্যমেই সেই খবর দেখানো হয়েছে, তা জানার পরও একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর প্রচারে বিঘ্ন ঘটাতে, তাঁর সম্পর্কে মানুষের মনে বিরূপ ধারণা করতেই এই তল্লাশি বলে দাবি তৃণমূল প্রার্থীর। মহুয়া স্পষ্ট অভিযোগ, "তল্লাশিতে কিছু পায়নি সিবিআই। কেন্দ্রের সরকারে থাকা প্রভুদের খুশি করতেই বেআইনি কাজ করেছেন গোয়েন্দারা।"

গত ডিসেম্বরে মহুয়ার বিরুদ্ধে ওঠা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগের জেরে তাঁর সাংসদ পদ খারিজ হয়েছিল। সংসদীয় প্যানেলের সুপারিশে সংসদে ভোটাভুটি করে লোকসভা থেকে মহুয়াকে বহিষ্কার করা হয়। গত ১৯ মার্চ সংসদে টাকা

এরপর ৩ পাতায়

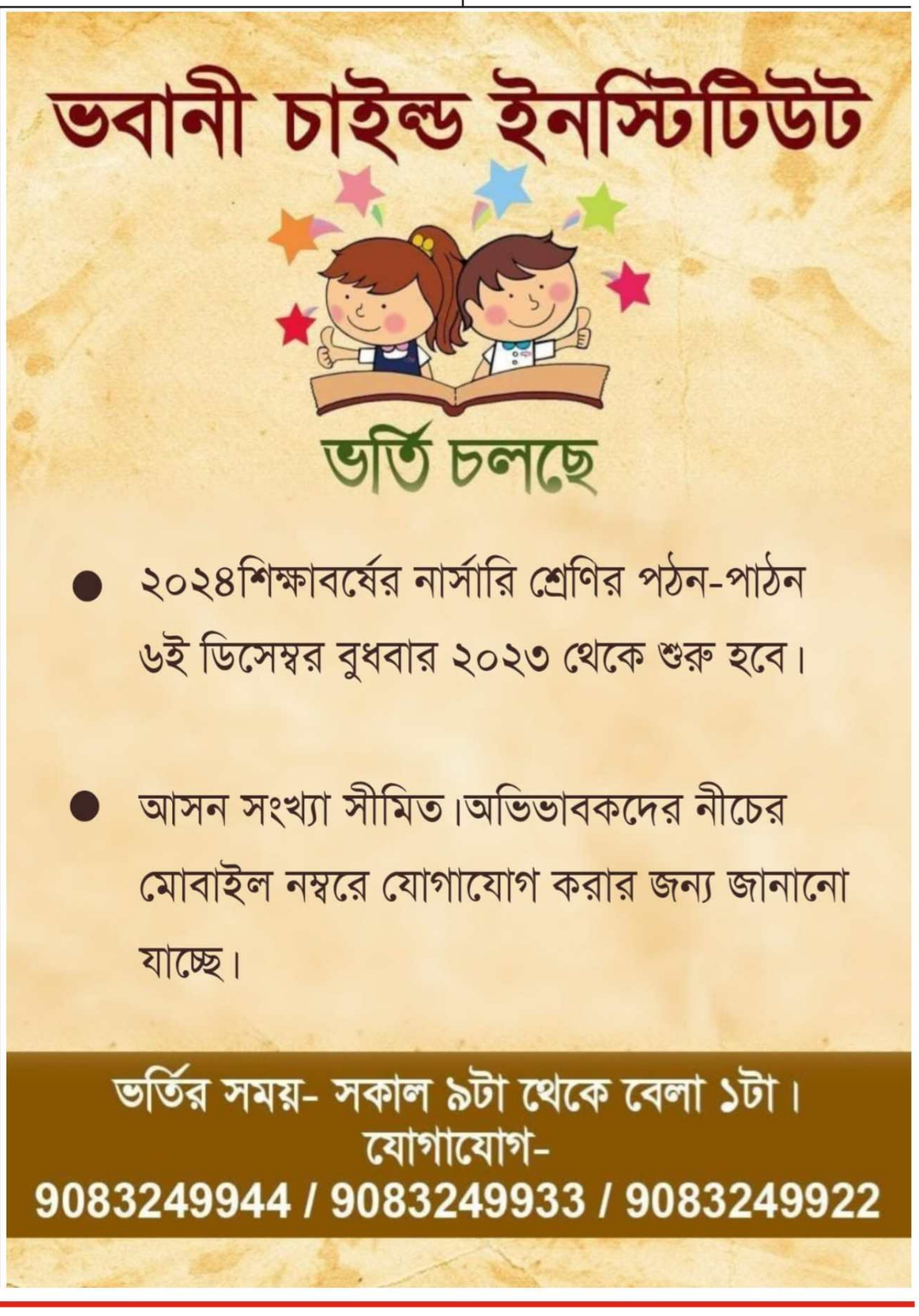

# ম্যানগ্রোভের সাথে রং-এর উৎসবে মাতল সুন্দর বনবাসী

**সংবাদ দাতা : নিউজ সারাদিন** : ম্যানগ্রোভ গাছের সাথে রং মাখামাখি করে দোল উৎসব পালন করলো সুন্দর বনবাসী। স্কুলের বিভিন্ন বয়সের পড়ুয়া এবং ম্যানগ্রোভের কাজে যুক্ত পরিবারের সদস্যরা মহা ধুমধাম করে দিনটি পালন করেছে। রবিবার সাতসকালে এই অভিনব রং-এর উৎসব পালিত হয় বাসন্তী থানার হরেকৃষ্ণপুর গ্রামে। মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়, মানুষের সঙ্গে ম্যানগ্রোভের রং-মিলনতি উৎসব হবে সেই কথা আগেই মুখে মুখেই রটিয়ে দিয়ে ছিলেন পরিবেশ চিন্তাবিদ ও সমাজকর্মী রাজনারায়ণ মন্ডল। নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন বয়সের মানুষজন, গৃহবধূ, যুবতী, কিশোরী এবং কচিকাচা-রা রং বেরঙের থালা হাতে জড় হয় বিদ্যা নদীর পাড়ে। রাজনারায়ণ বাবুর উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীরা ভরা কোটালের জোয়ারের জলে নেমে বিভিন্ন ম্যানগ্রোভকে নানান রংয়ের রাঙিয়ে তোলে। গাছের সঙ্গে কোলাকুলিও করে তারা দুষ্টুমিষ্টি মুচকি হাসিতে গাছকে যে-কোনও উপায়ে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ঘটনাটি দেখতে আশপাশ গ্রামের অসংখ্য মানুষজন হাজির হয়েছিলেন বিদ্যানদীর পাড়ে। ম্যানগ্রোভ দোল উৎসবের এই শুভক্ষণ মেতে উঠেছে ছিল মহিলাদের উলুধ্বনি,কাঁসর-ঘন্টায়।

# রবিবার সরবেড়িয়ায় সিবিআই আধিকারিকরা

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন** : ভোটের মুখেও সন্দেশখালি অশান্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সক্রিয়তা কম নয়। রবিবার সকাল ইডির উপর হামলার ঘটনায় ধৃত দুজনকে সঙ্গে নিয়ে সোজা সরবেড়িয়ার গেলেন আধিকারিকরা। ৫ জানুয়ারি, শাহজাহান গড়ে ইডির তল্লাশি চলাকালীন ঠিক কী ঘটেছিল, তা জানতেই এদিন সিবিআই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়।এদিকে, শেখ শাহজাহানের দুর্গে রবিবার নতুন দলীয় কার্যালয় খুললেন তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের সন্দেশখালির রাজ্য রাজনীতিতে আলোচিত নাম শেখ শাহজাহান, শেখ আলমগীর, শিবপ্রসাদ হাজরা, উত্তম সর্দার-সহ ২২ জন এখনও পর্যন্ত সন্দেশখালি ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে। এরা সকলেই তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তাঁদের গ্রেপ্তারির পরও কিন্তু সন্দেশখালিতে তৃণমূলের সংগঠন যে অটুট তা একবার দেখা গেল সরবেড়িয়া মাছের বাজারের পাশে আকুঞ্জি বিল্ডিংয়ে তৃণমূলের নতুন পার্টি অফিস উদ্বোধন হলো। উদ্বোধন করলেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। বসিরহাট তৃণমূলের প্রার্থী শেখ হাজিনুরুল ইসলামের লোকসভা নির্বাচনের এই পার্টি অফিস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। শাহজাহান মার্কেট ঘুরে, অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে সেদিনের ঘটনার বিস্তারিত জানতে চাইছেন তদন্তকারী। এদিকে, রবিবারই সন্দেশখালিতে নতুন করে দলীয় কার্যালয় খুলল তৃণমূল । বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর নেতৃত্বে কার্যালয়টির নতুন করে উদ্বোধন হল। সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় দফায় দফায় প্রায় ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, সিবিআই। তাদের মধ্যে অন্যতম সুকোমল সর্দার ও মেহবুর মোল্লা। এরা দুজনেই শাহজাহান ঘনিষ্ঠ। সেদিনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাজাট থানার পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। পরে সিবিআই দুজনকে হেফাজতে নেয়। সেদিনের ঘটনা নিয়ে একাধিকবার সুকোমল ও মেহবুরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারীরা। রবিবার এই দুজনকে নিয়েই সরবেড়িয়া গেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রবিবার সরবেড়িয়ায় সিবিআই আধিকারিকরা। রবিবার থাকায় শাহজাহান মার্কেটের বেশ কিছু দোকান বন্ধ ছিল। খোলা দোকানগুলিতে গিয়ে তাঁরা খোঁজখবর নেন। আসলে সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা' শাহজাহান নিজের নামে ফিশ মার্কেট তৈরি করে ফেলেছিলেন। অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জমি দখল করে এসব তৈরি হয়েছিল। এনিয়েই সন্দেশখালিতে তীব্র ক্ষোভ। আর এই সংক্রান্ত বিষয় জানতেই এদিন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা।

# ভোটকর্মীদের নিয়ে বিশেষ ভাবনা রয়েছে নির্বাচন কমিশনের

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন** : ভোটে ভোটকর্মীদের নিয়ে বিশেষ ভাবনা রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। প্রায়শই নতুন প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি ঘটছে দেশের ভোট প্রক্রিয়ায়। সেই অনুযায়ী ভোট পরিচালনায় ভোটকর্মীদের সড়গড় করতে তিন ধাপে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এ বার ইভিএম ও ভিভিপ্যাট নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেবে কমিশন। এ ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণের দায়িত্বে থাকা প্রিসাইডিং অফিসার ও ফার্স্ট পোলিং অফিসারদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যাতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট সামাল দিতে তাঁদের কোনও অসুবিধা না হয়। কোনও ক্ষেত্রে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট কাজ না করলে কি করণীয়, তা-ও প্রশিক্ষণে শেখানো হবে। ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ শুরু হবে ৬ এপ্রিল থেকে। তার পর ধাপে ধাপে ভোটগ্রহণের দিন অনুযায়ী জেলায় জেলায় শিবির করে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আর এই প্রশিক্ষণ শিবিরগুলির জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীন স্কুলগুলিতে সামেটিভ পরীক্ষার সূচি পিছিয়ে দেওয়া হতে পারে বলেই কমিশন সূত্রে খবর। এ প্রসঙ্গে ভোটকর্মী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, "প্রিসাইডিং অফিসার ও ফার্স্ট পোলিং অফিসারদের ইভিএম ও ভিভিপ্যাটের স্পেশ্যাল ট্রেনিং দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, এবং সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন জেলায় ট্রেনিংয়ের যে শিডিউল রয়েছে, তাতে অধিকাংশ স্কুলকে প্রথম সামেটিভ পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে হবে। এটা না হলেই ভাল হত।"বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বার বার ইভিএম তুলে দিয়ে আবারও পুরনো ব্যালটেই ভোট প্রক্রিয়া পরিচালনার পক্ষপাতী। সেই অভিযোগের জবাব হিসাবেই ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে আংশিক লোকসভা এলাকায় ভিভিপ্যাট চালু হয়েছে। যাতে ভোটার কাকে ভোট দিচ্ছেন, সেই বিষয়ে ভোটকেন্দ্রেই নিশ্চিত হতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ সালের লোকসভা ভোটে সব বুথেই ইভিএমের সঙ্গে ভিভিপ্যাট ছিল। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতিতে সেই ভোটে ভিভিপ্যাট নিয়ে ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু এ বার ভোটকর্মীদের ইভিএমের সঙ্গে যুক্ত ভিভিপ্যাট নিয়ে এক বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের সমস্ত খবর জানতে চোখ রাখুন আমাদের 'দিল্লিবাড়ির লড়াই' - এর পাতায়।

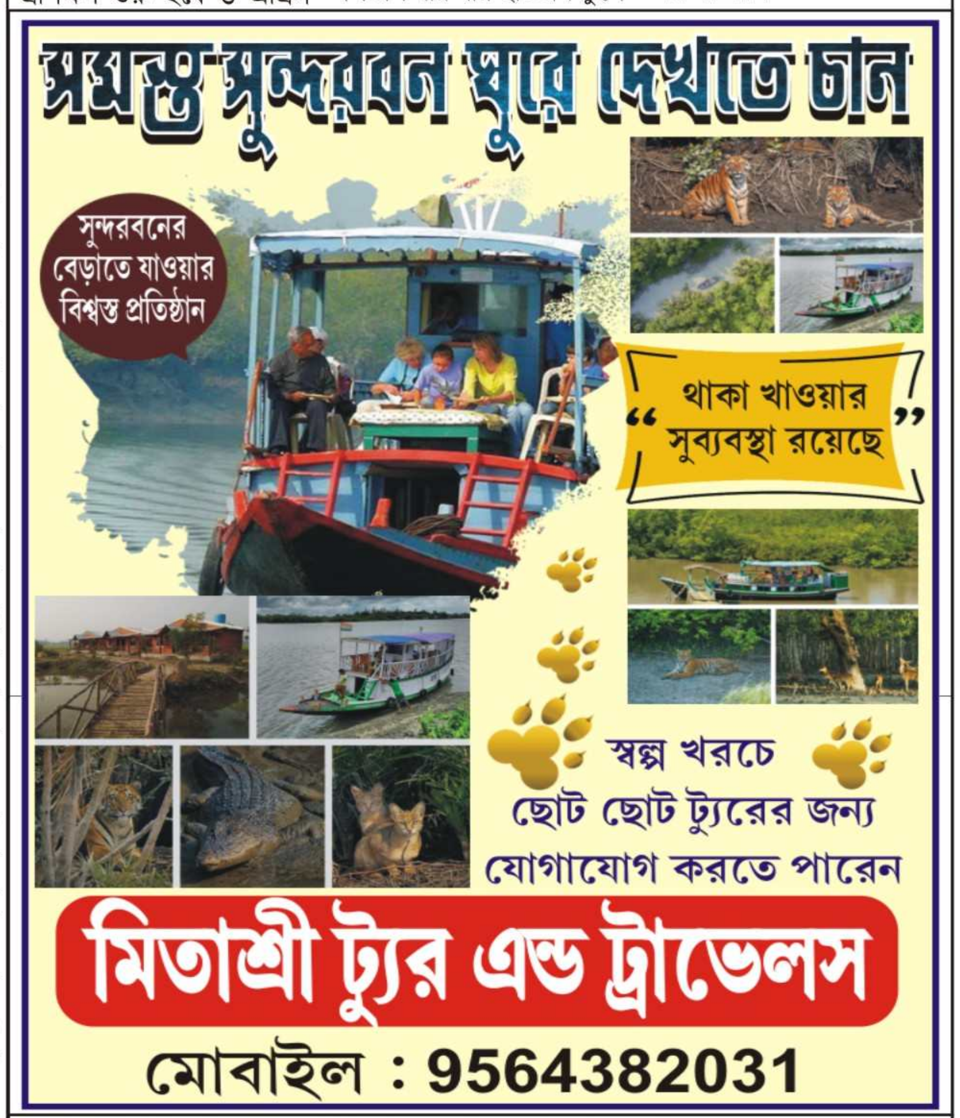

# বিবেকানন্দ কলেজ ঠাকুরপুকুরের পালিত হলো বসন্ত উৎসব

**জয়দীপ যাদব, কলকাতা: স্টাফ রিপোর্টার** : প্রকৃতির আঙিনায় বসন্তের আগমন রক্তিম পলাশের ফুটে ওঠায়। তারই সাথে প্রস্তুতি শুরু হয় রঙের উৎসবের। দোলের অনুষ্ঠান উদযাপন করতে ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজও সেজে উঠেছে নানা রঙে।কলেজ প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয়েছে বসন্ত উৎসব।ছাত্র-ছাত্রীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আয়োজিত 'বসন্ত সমাগমে' আহ্বান জানানো হয়েছে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীদের অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়, প্রভাত ফেরির মাধ্যমে। কোনরকম রাসায়নিক রঙের পরিবর্তে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে বানানো রঙের আবির ব্যবহার করে খেলা হয় দোল। এর পাশাপাশি কলেজের বলাকা মুক্ত মঞ্চে ছাত্র-ছাত্রীরা আয়োজন করে নৃত্য এবং সঙ্গীত অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেহালা পূর্বের বিধায়িকা রত্না চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজে টিচার ইনচার্জ নবকিশোর চন্দ বলেন, 'আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সারা বছর শুধুমাত্র পড়াশোনা নয়, পাঠক্রম বহির্ভূত নানান কার্যকলাপে নিযুক্ত থাকে যা কলেজের মানকে আরো বেশি উন্নত করে। বসন্ত উৎসবের মধ্যে দিয়ে ওরা যেমন আনন্দ উপভোগ করল তেমন এই উৎসব পুনর্মিলন ঘটালো প্রাক্তনী এবং নতুনদের মাঝে।' উৎসবে সুমনা সাহা দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

# বেহাল রাস্তার হাল ফেরাতে লোকসভা ভোট বয়কটের ডাক গ্রামবাসীদের

**সন্ন্যাসী কাউরী, ডেবরাস, ২৪ শে মার্চ : নিউজ সারাদিন** : ভোট এলেই মেলে প্রতিশ্রুতি। কিন্তু হাল ফেরেনি বেহাল রাস্তার। বছর ভর ভোগান্তির শিকার হতে হয় গ্রামের মানুষকে। সেই দুর্ভোগ যন্ত্রনা থেকেই বেহাল রাস্তার হাল ফেরাতে ভোট বয়কটের ডাক দিল দুই গ্রামের বাসিন্দারা। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের গোলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পুঁয়াপাট এবং নন্দবাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা একজোট হয়ে লোকসভা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন। ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে এলাকা জুড়ে ফ্লেক্স, ব্যানার, পোস্টারিং করেছেন বাসিন্দারা। যা অস্বস্তি বাড়িয়েছে রাজনৈতিক দলগুলিকে। রাস্তার দাবিতে বিভিন্ন সময়ে পথ অবরোধ, ডেপুটেশন, বি ডি ও কে স্মারকলিপি প্রদান, বিক্ষোভ প্রদর্শন নানা ভাবে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও বেহাল দশা কাটেনি নন্দবাড়ি পুঁয়াপাট রাস্তার। একটু বৃষ্টিতেই জল কাদার মধ্যে প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় গ্রামের বাসিন্দাদের। চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় স্কুল পড়ুয়া, ছাত্রী, প্রসূতি মা, টোটো যাত্রী, ব্যবসায়ী এবং বয়স্ক মানুষকে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার দাবী না মেটায় বাধ্য হয়েই ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন দুই গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামের বাসিন্দা অচিন্ত্য চ্যাটার্জী, কৌশিক ভট্টাচার্য, তাপস সিংদের দাবি পুঁয়াপাট এবং নন্দবাড়ি মিলে প্রায় ১৭০০ ভোটার। ২৫০০ এর ওপর মানুষ বসবাস করেন। গ্রামের মধ্যে বিদ্যালয়, মন্দির, একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থা থাকায়, নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় গর্ভবতী মহিলা ও স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের। রাস্তার বেহাল অবস্থা দেখে অনেকেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসতে চান না। তাপস সিং বলেন এই বেহাল রাস্তার উপর দিয়ে আসা যাওয়া গিয়ে এক প্রসূতি মায়ের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। ৭-৮টি গ্রামের প্রসূতির মায়েরা পরিষেবা নিতে আসেন এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। রেশন সামগ্রী সহ অন্যান্য সামগ্রী আনতে নানান সমস্যার সম্মুখীন হন স্থানীয়রা। এলাকার বাসিন্দা, গৌতম কুমার মন্ডল, জিতেন সিং, দিপালী সিং, অচিন্ত্য চ্যাটার্জী প্রমুখ বলেন, এই রাস্তার জন্য বিভিন্ন সময়ে পথ অবরোধ , বিডিও কে স্মারকলিপিক প্রদান, বিভিন্ন স্তরে প্রশাসনকে বারবার জানিয়ে এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে ফোন করেও কোনো কাজ হয়নি। তাই আমরা দল-মত নির্বিশেষে দুই গ্রামের মানুষজন আগামী লোকসভা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছি। উল্লেখ্য, পুঁয়াপাট এবং নন্দবাড়ী বুথ দুটিত গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি জয় লাভ করে । অনেকেই মনে করছেন বিজেপি জয়লাভ করায় এই গ্রামের উন্নয়ন হচ্ছে না। এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শীতেশ ধাড়া বলেন, কোনো এলাকার উন্নয়নের সময় আমরা কোন রাজনীতির রং দেখি না। বিশেষত পানীয় জল, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট মানুষের এই আশু সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছে ডেবরা ব্লক । তাই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় রাস্তা তৈরিতে প্রথম সবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ডেবরা। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ডেবরা ব্লক জুড়ে প্রচুর রাস্তা হয়েছে। এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। তিনি গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোটাদান মানুষের মৌলিক অধিকার । তিনি আরো বলেন, ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে গ্রামবাসীরা ফিরে আসুক। জানি রাস্তার সমস্যা রয়েছে, সে ব্যাপারে গ্রামবাসীরা আমার সাথে কথা বলুক, আমি এই রাস্তা তৈরীর ব্যাপারে উদ্যোগ নেব।

১-ম পাতার পর

# উত্তরপ্রদেশের ১৬ আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন বসপা সুপ্রিমো

বাগপতে দাঁড়িয়েছেন প্রবীণ বনশল। গৌতমবুদ্ধ নগরে রাজেন্দ্র সিংহ সোলাঙ্কি, বুলন্দশহরে গিরিশচন্দ্র জাতব ও শাহজাহানপুরে দোদরাম বর্মা প্রার্থী হয়েছেন। সমাজবাদী পার্টির শক্ত ঘাঁটি বিজনোরে প্রার্থী হয়েছেন বিজেন্দ্র সিংহ এবং মেরঠে দেববৃন্ত যোগী।আসন্ন লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশের ১৬ আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন বসপা সুপ্রিমো। আর তার মধ্যে সাত জনই মুসলিম। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, 'মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক ভেঙে বিজেপির সুবিধা করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই এমন পদক্ষেপ নিয়েছেন কাশিরামের মানসকন্যা।'

১-ম পাতার পর

# তল্লাশির বিরুদ্ধে এবার নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানালেন মহুয়া মৈত্র

নিয়ে প্রশ্নকাণ্ডে মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল লোকপাল। বরখাস্ত হওয়া তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে 'গুরুতর' বলে লোকপালের নির্দেশিকায় বর্ণনা করা হয়। এরপর সিবিআইয়ের তরফে মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের হয়।কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান সংস্থার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী।

লোকসভা নির্বাচনে আর কয়েকদিন বাকি। জোর কদমে চলছে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রচার। সেই আবহে শনিবার মহুয়ার কলকাতার ফ্ল্যাট, কৃষ্ণনগরের নির্বাচনী দফতর এবং করিমপুরে তাঁর ভাড়া বাড়িতে দফায় দফায় তল্লাশি চালায় সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের আধিকারিকেরা। টাকার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করার অভিযোগে মহুয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। আর সিবিআইয়ের পদক্ষেপের বিরোধিতা করে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন মহুয়া।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়ে মহুয়া জানিয়েছেন, নির্বাচনী আদর্শ আচরণ বিধি চালু হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন তিনি। সেই আবহেই তাঁর বাড়ি এবং দফতরে তল্লাশি চালিয়েছে গোয়েন্দারা। কমিশনের কাছে তাঁর আর্জি, "দেশে আদর্শ আচরণবিধি চালু থাকাকালীন সিবিআইয়ের তদন্তের কাজ কীভাবে চলবে সেই নিয়ে কমিশনকে একটি নির্দেশিকা তৈরি করে দিতে হবে। নির্বাচনী আদর্শ আচরণ বিধি চালুর পর কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির তদন্ত নিয়ে নির্দেশিকা বেঁধে দেওয়া উচিত।"

১-ম পাতার পর

# ভোটের আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল ক্যানিং

উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পাল্টা শাসক দলের তরফেও বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁদের কর্মী-সমর্থককে মারধরের অভিযোগ এসেছে।

ঘটনাটিতে আহত বিজেপির দুই কর্মীকে ক্যানিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যাদের মধ্যে সুব্রত দাস নামে এক মণ্ডল সভাপতির অবস্থা আশঙ্কাজনক। অন্যদিকে, তৃণমূলের দু'জন আহতকে চিকিৎসার জন্য চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। বাকিদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পর পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় যায় ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রামকুমার মণ্ডলের নেতৃত্বে এলাকায় যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের হস্তক্ষেপেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঠিক কী কারণে গন্ডগোল হয়েছিল, সেবিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সর্দারের অভিযোগ, "সরকারি অনুমতি নিয়ে ওই এলাকায় বিজেপি একটি কর্মী সভার করার পরিকল্পনা করেছিল। আর সেখানেই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা গিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে। প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও তারা কোনভাবেই আহত দলীয় কর্মীদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেনি।"

# আসন্ন নির্বাচনে অবৈধ অর্থের অপব্যবহার রুখতে আয়কর দফতরের সক্রিয় প্রয়াস

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন** : লোকসভা নির্বাচনে অবৈধ অর্থের অপব্যবহার রুখতে সক্রিয়ভাবে প্রয়াস চালাচ্ছে আয়কর দফতর। পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের জন্য আয়কর দফতরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে ২৪ ঘণ্টার জন্য একটি কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। আগামী ৪ জুন পর্যন্ত এই কন্ট্রোল রুম সারাদিন খোলা থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নাগরিকরা টোল ফ্রি নম্বর বা ল্যান্ড লাইনে ফোন করে অবৈধ অর্থের অপব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে পারবেন। টোল ফ্রি নম্বর হল, ১৮০০-৩৪৫-৫৫৪৪। দুটি ল্যান্ড লাইনের নম্বর হল, ০৩৩-২২৬২-৮১৫০ এবং ০৩৩-২৪৪১-০৩২৫।

# মোদীকে ২৮ পয়াসর প্রধানমন্ত্রী বলেন উদয়নিধি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন** : জিএসটি চালু করে কর বাবদ কোটি কোটি টাকা নিয়ে গেলেও রাজ্যের প্রাপ্য টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে বলে বারে বারে অভিযোগ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখয়মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, বেছে বেছে বিজেপি বিরোধী রাজ্যগুলিকে বঞ্চনা করা হচ্ছে।বস্তুত, একুশের ভোটের পর থেকে বাংলার ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে বাংলার টাকা আটকে রাখার অভিযোগে সরব হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। গত সপ্তাহে উত্তরবঙ্গের সভা থেকে মোদীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে অভিষেক বলেছিলেন, "১০০ দিনের প্রকল্পে গত ২ বছরে বাংলাকে ১০ পয়সা দিয়েছে, এটা প্রমাণ করতে পারলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।"এবার এই প্রসঙ্গেই মোদীকে '২৮ পয়সার প্রধানমন্ত্রী' বলে কটাক্ষ করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিনের ছেলে উদয়নিধি স্টালিন।

শুক্রবার রামানাথপুরম এবং থেনিতে জনসভা করেন তামিলনাড়ুর মন্ত্রী তথা ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্টালিন । সেখানেই রাজ্যের বরাদ্দের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ এনে উদয়নিধি বলেন, "রাজ্য থেকে করবাবদ কেন্দ্র যে টাকা নিয়ে গেছে, সেখান থেকে টাকা পিছু মাত্র ২৮ পয়সা দিয়েছে তামিলনাড়ুকে।"

এরপরই কটাক্ষের সুরে উদয়নিধি বলেন, "এই কারণেই আমাদের সকলের উচিত মোদীকে ২৮ পয়াসর প্রধানমন্ত্রী বলে ডাকা!"উদয়নিধির অভিযোগ, কর বাবদ রাজ্য থেকে নিয়ে যাওয়া টাকার ক্ষেত্রে কেন্দ্র বিজেপি বিরোধী রাজ্যগুলির সঙ্গে বৈষম্য করছে। বেছে বেছে বিজেপি বিরোধী রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকাও আটকে রাখা হচ্ছে। কেন্দ্রের শিক্ষানীতিরও তীব্র সমালোচনা করে তাঁর অভিযোগ, " শিশুদের ভবিষ্যত ধ্বংস করার জন্যই এই নীতি চালু করেছে মোদী সরকার।"

# পশ্চিমবঙ্গের তিনটি আসন নিয়ে জট ছাড়াতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে দিল্লিতে বৈঠকে বসলেন

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন** : পশ্চিমবঙ্গের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আসন নিয়ে জট ছাড়াতে শনিবার দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে দিল্লিতে বৈঠকে বসলেন।রায়গঞ্জের বিদায়ী সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরীকে নিয়েও জট রয়েছে। ওই এলাকায় বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিশ্বজিত লাহিড়ীর সঙ্গে দেবশ্রীর তীব্র সংঘাত রয়েছে। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের মুখে বিশ্বজিতেক সরিয়ে জেলায় দলের দায়িত্ব দেওয়া হয় দেবশ্রী-ঘনিষ্ঠ বাসুদেব সরকারকে। তখন থেকেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। সম্প্রতি এই গোলমাল তুঙ্গে উঠেছে। মাস দু'য়েক আগে লোকসভা ভোটে রায়গঞ্জে দেবশ্রীর বদলে জেলার কোনও 'ভূমিপুত্র' বা 'ভূমিকন্যা'কে প্রার্থী করার দাবিতে রায়গঞ্জ শহরে 'দণ্ডি-যাত্রা' কর্মসূচি পালন করেন বিশ্বজিত ও তাঁর অনুগামীরা। এর পরেই বিশ্বজিতেক দল থেকে বহিষ্কার করে বিজেপি। একই দাবিতে কয়েক দিন আগে রায়গঞ্জে বিজেপির জেলা কার্যালয়ের সামনে পর পর দু'দিন অবস্থান বিক্ষোভ করেন বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতা-নেত্রীরা।বাংলায় এখনও ২৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিজেপি। তার মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে জট এখনও পুরোপুরি খোলেনি বলে বিজেপির একটি সূত্রের দাবি।আসন তিনটি হল, দার্জিলিং, রায়গঞ্জ ও মেদিনীপুর। তিনটি আসনেই ২০১৯ সালে জিতেছিল বিজেপি। ফলে আসনগুলি দখলে রাখার জন্য মরিয়া চেষ্টা করছে দল। অন্য দিকে, তিন ক্ষেত্রেই বিদায়ী সাংসদকে নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে দ্বিধা রয়েছে।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের সমস্ত খবর জানতে চোখ রাখুন আমাদের 'দিল্লিবাড়ির লড়াই' -এর পাতায়।শনিবার সন্ধ্যা থেকে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ ও বিজেপি সভাপতি জে পি নড্ডার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে দলের প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির বৈঠক বসে। তার আগে বিজেপি নেতারা দিল্লিতে দলের সদর দফতরে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও সাংগঠনিক সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তীর সঙ্গে বৈঠক করেন। সূত্রের খবর, তিনটি আসনে জট ছাড়িয়ে বিজেপি রবিবার বা হোলির পরে মঙ্গলবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিতে পারে। আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রার্থী তালিকা নিয়ে বৈঠকে বসার আগেও মোদী-শাহ-নড্ডার দফায় দফায় বৈঠক হয়।দার্জিলিং আসনে প্রাক্তন বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এ বার বিজেপির প্রার্থী হবেন বলে বহু দিন ধরেই ইঙ্গিত মিলছে। গত কয়েক বছর ধরেই পাহাড়বাসীদের একাংশের মধ্যে বর্তমান সাংসদ রাজু বিস্তাকে নিয়ে অসন্তোষ বেড়েছে। অভিযোগ উঠেছে, তাঁকে পাওয়া তো যায়ই না, তার উপরে সংসদে কয়েক বার বিবৃতি দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের হাতে দাবিপত্র দেওয়া ছাড়া পাঁচ বছরে পাহাড়ের জন্য তিনি কিছুই করেননি। এমনকি পাহাড়ের দীর্ঘ দিনের দাবি যে ১১ জনজাতির জন্য তফসিলি জনজাতি মর্যাদা, তা-ও এখনও পর্যন্ত মেলেনি।

এই অবস্থায় নরেন্দ্র মোদীর পছন্দ ও তাঁর আস্থাভাজন বলে পরিচিত শ্রিংলার নাম সামনে আসে। সিকিমের বাসিন্দা এই প্রাক্তন আমলা কিছু দিন ধরে দার্জিলিং জেলায় যাতায়াত বাড়িয়েছেন। সূত্রের খবর, দার্জিলিংয়ের প্রার্থী হিসেবে তাঁর নামে সিলমোহর হলেই বিজেপিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দিয়ে ময়দানে নেমে পড়বেন শ্রিংলা। অন্য দিকে রাজু বিস্তাকে প্রার্থী করা না হলে পাহাড়ে বিজেপির কয়েক জন পদাধিকারী দাবি করেছেন, তাঁরা সকলে মিলে পদত্যাগ করবেন। দার্জিলিঙের বিধায়ক নীরজ জিম্বার মতো রাজু-ঘনিষ্ঠও নিজেদের বৃত্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। রাজু প্রার্থী না হলে পুরো জিএনএলএফ বসে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সব দিক ভেবেচিন্তে রাজুর দিকেই পাল্লা ভারী, বৈঠক থেকে এমন ইঙ্গিত মিলেছে বলে রাতে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।মেদিনীপুর আসনে ২০১৯ সালে জিতেছিলেন দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। কিন্তু গত এক বছর ধরে তিনি দলের কোনও পদেই নেই। দলেরই একাংশের মতে, পদে না থাকায় এখন বিজেপির কোনও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেই দেখা যায় না দিলীপকে। সেই অংশটির মতে, দিলীপের মুখে লাগাম পরানোর চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কথা শোনেননি। তার উপরে খড়্গাপুরের বিধায়ক এবং এ বারে ঘাটালে বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দিলীপের 'দূরত্ব'র কথা অনেকেই জানেন। হিরণ আবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। দিলীপ-শুভেন্দুর ঠান্ডা সম্পর্ক নিয়েও দলে গুঞ্জন আছে। এই পরিস্থিতিতে গত কয়েক দিন ধরে দিলীপ ছাড়াও মেদিনীপুরে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে আরও অনেকেরই নাম শোনা যাচ্ছে। সেই তালিকায় আছেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা ভারতী ঘোষও। দিলীপ অবশ্য সম্প্রতি ঝাড়গ্রামের বদলে মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত খড়্গাপুরে বাড়ি নিয়েছেন। ঝাড়গ্রামের বাসিন্দা হলেও তাঁর মেদিনীপুরে প্রার্থী হতে অসুবিধা নেই, তবু তাঁর ঘনিষ্ঠদের মতে, তিনি যে কেন্দ্রে বাড়তি সময় দিচ্ছেন, সেটা বোঝাতেই এই বাসা বদল।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৮৩ সংখ্যা ২৫ মার্চ, ২০২৪ সোমবার ১১ চৈত্র, ১৪৩০

## সম্পাদকীয়

# মুখ্যমন্ত্রীর দেখান পলাশ ফুল দিয়ে ভেষজ আবির

ইতিমধ্যে মন রাঙিয়ে গিয়েছে সবারই। আর ঠিক এক দিন। তারপরই রাজ্য জুড়ে চলবে বাঙালির রঙের উতসব দোল। তবে চলতি বছর দোল উপলক্ষে বাংলায় তৈরি হল মুখ্যমন্ত্রীর দেখান পলাশ ফুল দিয়ে ভেষজ আবির। এটি বানিয়েছে কলেজের বেশ কিছু পড়ুয়ারা।উল্লেখ্য বর্তমানে গাঁদা ফুল, কাঁচা হলুদ, জবা, বিট, অপরাজিতা, পালং, গোলাপের নির্যাস দিয়ে তৈরি হয় নানান ভেসজ আবির। এই আবিরে রাসায়নিক থাকে নামমাত্র। এরফলে এটি একদম স্বাস্থ্য সম্মত হয়ে থাকে। তাই ছোট থেকে বড় সকলেই এই আবির মেখে দোল উতসব পালন করতে পারবে।আর সেই আবির বিক্রিও করলেন কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে।

বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, আগামীর দিন ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পর। অনেক বড় শিল্প যে কর্মসংস্থান করতে পারছে না তাই করছে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প। আর তাই মুখ্যমন্ত্রীর কথা মত পলাশ ফুল দিয়ে আবির তৈরি করল গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ এবং মুরুলীধর গার্লস কলেজের ছাত্রীরা।স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি এবার স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে রং খেলবেন শহরের কলেজের মেয়েরা। গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজের শিক্ষিকা জানিয়েছেন, ছাত্রীরা এই আবির বানান শিখেছে। আগামী দিনে তারা ভবিষ্যত প্রজন্মকে দিশা দেখাবে।

# ভোটের উত্তাপে ফুটছে বাংলায়

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ভোটের উত্তাপে ফুটছে বাংলা। দিকে দিকে চলছে জোর প্রচার। অথচ দক্ষিণ দিনাজপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ৩২ কিলোমিটার এলাকায় ছুঁতেই পারেনি ভোটের হাওয়া। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ওই এলাকায় দেখা নেই কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের। নেই ব্যানার, পোস্টার, দেওয়াল লিখন।আগামী ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন। সেদিনই বালুরঘাটে ভোটাভুটি। হাতে মাত্র মাসখানেক সময়। প্রার্থীরা এদিক সেদিক প্রচারে ব্যস্ত। তবে কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডের এই গ্রামগুলিতে নেই ভোটের উত্তেজনা। প্রচারও তেমন নেই বললেই চলে। এখনও পর্যন্ত কোনও দলের প্রার্থীই কাঁটাতারের ওপারের ভারতীয় ভূখণ্ডের ১১টি গ্রামে পা রাখেননি। প্রার্থীরা অন্তত একবার আসলে নিজেদের সমস্যার কথা বলতে পারতেন বলে দাবি এলাকার বাসিন্দাদের। কাঁটাতারের ওপারে থাকা বাসিন্দা রবিউল ইসলাম, নির্মল কুমার সিংহ জানান, “এখনও তাঁদের এলাকায় কোনও প্রার্থী প্রচারে আসেননি। নিচুতলার কর্মী-সমর্থকরা দু-একবার দেখা করে গিয়েছেন। প্রার্থী আসলে অন্তত সমস্যার কথা বলতে পারতাম।” বিদ্যুতের সমস্যা দূর হয়েছে এলাকায়। তবে একাধিক গ্রামে এখনও রাস্তা এবং জলের সমস্যা রয়েছে। নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে না পারায় হতাশ ভোটাররা।তাই নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা কাউকে বলতে পারেন না স্থানীয় বাসিন্দা। ভোটের মুখে মুখভার ওই এলাকার ভোটারদের। দক্ষিণ দিনাজপুরের ২৫২ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। এই সীমান্তের মধ্যে এখনও প্রায় ৩২ কিলোমিটার এলাকায় নেই কোনও কাঁটাতারের বেড়া। কোথাও বাঁশের বাঁখারি, আবার কোথাও সম্পূর্ণ উন্মুক্ত সীমান্ত। হিলি থানার মধ্যে কাঁটাতারের ওপারে হাড়িপুকুর, উজাল, উচা গোবিন্দপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর, তেলিয়া পাড়া-সহ মোট ১১ ভারতীয় গ্রাম রয়েছে। ১০ হাজারেরও বেশি ভোটার। আন্তর্জাতিক সীমারেখার কারণে নানা সমস্যা এলাকাগুলিতে। ভোটের আগে প্রতিবার ওই গ্রামগুলির ভোটাররা নতুন করে স্বপ্ন দেখেন হয়তো এবার সমস্যা দূর হবে। তবে তাঁদের আশা পূরণ হয় না। কবে যে সমস্যা সমাধান হবে, তা নিয়ে সন্ধিহান তাঁরা।

## আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সৃষ্টির অনন্তকাল হইতে মানুষ একাধিকবার পরিস্থিতির উপরে শিকার হয়ে পড়ে,সবকিছু বাধার অতিক্রম করেও মানুষ তার লক্ষ্যভেদে পৌঁছায় একটা সময়।চিরন্তন সত্য কথাগুলো আজ যেন কেমন বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে,শত বেদনা ও অসহায় যন্ত্রণা সমাজের কুসংস্কার ব্যাধি অপপ্রচার হাত থেকে বের করে নিয়েছিলাম নিজেকে। মিথ্যাচারী ভাওতাবাজ সমাজের বিশিষ্ট দের কথা ছোটবেলা থেকে বিরোধিতা করতাম।

ক্রমশঃ

## • সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# আজকের এই মিথ্যার যুগে বিদ্যাসাগর কতটা প্রাসঙ্গিক?

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

বর্তমান যুগে শিক্ষার কোনো মূল্য নাই, সামাজিক ভাবে নেতারা শিক্ষার মূল্য দেয়কি? এই প্রশ্ন গ্রামের প্রতিটি মানুষের জীবনেই।আজকের এই মিথ্যার যুগে বিদ্যাসাগর কতটা প্রাসঙ্গিক? বর্ণপরিচয়ে তাঁর 'সদা সত্য কথা বলিবে' উপদেশ কি আজকের ছেলেমেয়েদের মনে দাগ কাটবে? তাঁর নীতির পাঠের থেকে হয়তো কেউ মুখ ফিরিয়ে নেবে। হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা তাঁকে চিনবে না, তবুও আমি আমার কলমে সে কথাগুলো লিপিবদ্ধ করে যেতে চাই।

প্রত্যেকটি মানুষ নির্দিষ্ট একটি দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই দিনটি কে সামনে রেখে পালিত হয় নানান অনুষ্ঠান। বাংলার কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতির মধ্যে জন্মদিন উৎসব পালিত , এই রীতি রেওয়াজ আছে সেই প্রাচীনকাল হইতে।তবে আমরা মুনি ঋষি ও বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জন্মের আগে হয়ত জন্মায়নি। কিন্তু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে যতটুকু জানতে পারি আর সেই দিন হিসেবে আমরা পালিত করি বিশিষ্ট লেখক ,কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের জন্ম ও মৃত্যু দিন হিসেবে পালিত হয়।গতকাল পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি বিদ্যাসাগর খ্যাতি লাভ করেছিলেন , কার জন্মদিন হিসেবে পালিত হল ভারত বর্ষ তথা বিশ্বব্যাপী। বাংলাতে বড় পন্ডিত তো আজ আমরা ,এই বাংলার বিধাতা হচ্ছেন বিদ্যাসাগর। সাগর না থাকলে হয়তো বাংলার অক্ষর বিন্যাস জন্ম হতো না। আমরাএই বাংলাতে লিখতে পড়তে যানতামনা।বাংলার সেই পণ্ডিতের কথা , বিভিন্ন ভাবে আমার কলম তুলে ধরেছে চাই। মানবিকতার জন্যে তিনি করুণাসাগর নামে পরিচিতি পান (তাঁকে এ বিশেষণ প্রথমে দিয়েছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত)। তিনি তাঁর দান এবং দয়ার জন্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি ঐতিহ্যিক এবং রক্ষণশীল পরিবারে এবং সমাজ সংস্কারের জন্যে তিনি যুক্তিও দিতেন হিন্দু শাস্ত্র থেকে; কিন্তু তিনি ছিলেন ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে সন্দিহান মনের। তাঁর বোধোদয় গ্রন্থ যেমন তিনি শুরু করেছেন পদার্থের সংজ্ঞা দিয়ে। পরে সংজ্ঞা দিয়েছেন ঈশ্বরের, যাঁকে তিনি বলেছেন সর্বশক্তিমান, সর্বত্রবিরাজমান চৈতন্যস্বরূপ। পরে এ গ্রন্থে তিনি যা কিছু দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়, অনুভব করা যায়, তেমন সব বিষয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন; কিন্তু ঈশ্বর বা কোনো অতিলৌকিক শক্তির নামও উল্লেখ করেননি।

১৮২০-১৮৯১) সংস্কৃত পন্ডিত, লেখক, শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক, জনহিতৈষী। তিনি ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রামের পাঠশালায় পাঠানো হয়। ১৮২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে কলকাতার একটি পাঠশালায় এবং ১৮২৯ সালের জুন মাসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করানো হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্র এবং ১৮৩৯ সালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি দু-বছর ওই কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, ন্যায়, তর্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, হিন্দু আইন এবং ইংরেজি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তাছাড়া প্রতি বছরই তিনি বৃত্তি এবং গ্রন্থ ও আর্থিক পুরস্কার পান।আর যাই হোক ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করার অল্প পরেই তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান পন্ডিতের পদ লাভ করেন। ১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাসে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত কলেজের শিক্ষকগণের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের কাজে ইস্তফা দেন এবং ১৮৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক পদ লাভ করেন এবং পরের মাসে ওই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এদিকে অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি কলেজের অনেক সংস্কার করেন। এর আগে এ কলেজে পড়ার অধিকার ছিল কেবল ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ছাত্রদের, কিন্তু তিনি সব শ্রেণির হিন্দুদের জন্যে কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করেন। তিনি কলেজে পড়ার জন্যে নামেমাত্র বেতন চালু করেন এবং প্রতিপদ ও অষ্টমীর বদলে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি চালু করেন। কলেজের ডিগ্রি নিয়ে যাতে ছাত্ররা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করতে পারে, সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি সে প্রতিশ্রুতিও আদায় করেন। কিন্তু তিনি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আনেন কলেজের পাঠ্যক্রমে। পূর্বে ব্যাকরণ এবং বীজগণিত ও গণিত শেখানো হতো সংস্কৃতে, কিন্তু তিনি সংস্কৃতের বদলে ব্যাকরণ বাংলার মাধ্যমে এবং গণিত ইংরেজির মাধ্যমে পড়ানোর নিয়ম চালু করেন। ইংরেজি ভাষা শেখাকে তিনি বাধ্যতামূলক করেন এবং ইংরেজি বিভাগকে উন্নত করেন। বাংলা শিক্ষার ওপরও তিনি জোর দেন। তবে তারচেয়ে ব্যাপক পরিবর্তন করেন দর্শন পাঠ্যক্রমে। তিনি সাংখ্য এবং বেদান্ত দর্শনকে ভ্রান্ত এবং প্রাচীনপন্থী বলে বিবেচনা করতেন। সে জন্যে, তিনি বার্কলের দর্শন এবং অনুরূপ পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষাদানের বিরোধিতা করেন এবং তার পরিবর্তে বেকনের দর্শন এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের তর্কশাস্ত্র পড়ানোর সুপারিশ করেন। অনেকে তাঁর সমালোচনা করলেও, তাঁর এ সংস্কার ছিল সুদূরপ্রসারী এবং শিক্ষা পরিষদ তাঁর এ সংস্কারের প্রশংসা করে এবং পুরস্কারস্বরূপ ১৮৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর বেতন বৃদ্ধি করে।পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে লেখার ক্ষমতা আমার বা কতটুকু আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সম্পর্কে যা লিখেছিলেন। সেই কথা গুলি এই লেখাতে উল্লেখ না করলে এই লেখাটি স্বয়ং সম্পূর্ণ রূপ পাবে না।রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবীর প্রভাবের দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: “ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশীকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত।” সমালোচকরা হয়তো মনে করতে পারেন যে, জননী সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা খানিকটা 'পরিমাণ বহির্ভূত' হয়ে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় প্রত্যয় যে, জননীর ও পুত্রের চরিত্রে প্রভেদ নেই, তাঁরা 'পরস্পরের পুনরাবৃত্তি'। অভিমন্যু যেমন জননী-জঠরে যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন, বিদ্যাসাগর তেমনই 'বিধিলিখিত সেই মহাশাস্ত্র মাতৃগর্ভবাসকালেই অধ্যয়ন' করে এসেছিলেন।তবে আমি আরেকটি বিষয় বিদ্যাসাগরকে নিয়ে উল্লেখ করব যিনি হচ্ছেন এই সমাজের সংস্কারক ছিলেন ,মানবিক কথা উদারতা দেখিয়েছিলেন।বিদ্যাসাগরের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# সিনেমার খবর

## শয়তানের আয় ২০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** অজয় দেবগন অভিনীত সিনেমা 'শয়তান'। বিকাশ বহেল নির্মিত এ সিনেমায় অজয়ের সঙ্গে পর্দা শেয়ার করেছেন আর মাধবন, জ্যোতিকা। গত ৮ মার্চ ২ হাজার ৮০০ প্রেক্ষাগৃহের ৪ হাজার পর্দায় প্রদর্শিত হচ্ছে। মুক্তির পর বক্স অফিসে বেশ সাড়া ফেলে এটি। তবে সময়ের সঙ্গে সিনেমাটির আয় অনেকটা কমেছে।

বলি মুভি রিভিউজ ডটকমের তথ্য অনুসারে, 'শয়তান' মুক্তির প্রথম দিনে চলতি বছরে সবচেয়ে বেশি আয় করা বলিউড সিনেমার তালিকায় এটি দ্বিতীয়। প্রথম দিনে সিনেমাটি আয় করে ১৪ কোটি টাকা। এ তালিকার শীর্ষে রয়েছে 'ফাইটার'। হৃতিকের এ সিনেমা প্রথম দিনে আয় করে ২৪.৬ কোটি টাকা।

'শয়তান' সিনেমাটি মুক্তির প্রথম দিনে শুধু ভারতে আয় করে ১৪ কোটি টাকা, দ্বিতীয় দিনে আয় করে ১৮ কোটি টাকা, তৃতীয় দিনে আয় করে ২০.৬ কোটি টাকা, চতুর্থ দিনে আয় করে ৭.৪ কোটি টাকা, পঞ্চম দিনে আয় করে ৬.৪ কোটি টাকা, ৬ষ্ঠ দিনে আয় করে ৬.২ কোটি টাকা, সপ্তম দিনে আয় করেছে ৫.৮ কোটি টাকা। অষ্টম দিনে আয় করেছে ৫.১ কোটি টাকা, নবম দিনে আয় করেছে ৯ কোটি টাকা, দশম দিনে আয় করেছে ১০ কোটি টাকা, ১১ তম দিনে আয় করেছে ৩ কোটি টাকা, ১২ তম দিনে আয় করেছে ২.৮ কোটি টাকা। ভারতে মোট আয় করেছে ১০৮.৩ কোটি টাকা। বিশ্বব্যাপী সিনেমাটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১৫২ কোটি রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় ২০০ কোটি ৫৫ লাখ টাকার বেশি।

১০০ কোটি টাকা বাজেটের এ সিনেমা দেবগন ফিল্মস, জিও স্টুডিও এবং প্যানোরমা স্টুডিওর ব্যানারে নির্মিত হয়েছে।

## সালমানের ভাই আরবাজ বললেন, গুজবে কান দেবেন না

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** বলিউডের জনপ্রিয় সিনেমা ফ্র্যাঞ্চাইজি 'দাবাং'। সালমান খান অভিনীত এ সিনেমার সর্বশেষ পার্ট 'দাবাং থ্রি' ২০১৯ সালে মুক্তি পায়। মুক্তির পর আশানুরূপ বক্স অফিস মাতাতে না পারলেও হতাশ করেননি দর্শকদের। এরপর সবার একটাই প্রশ্ন ছিল, 'দাবাং ৪' কবে আসবে? এবার উত্তর দিলেন আরবাজ খান।

শোনা যাচ্ছে 'দাবাং ৪' নিয়ে অ্যাটলি কুমারের সঙ্গে নাকি দেখা করতে গিয়েছিলেন আরবাজ খান এবং তার ভাই চুলবুল পাণ্ডে ওরফে সালমান খান। অ্যাটলি নাকি পরিচালনা করবেন 'দাবাং ৪'।

আরবাজ খান, 'আমি ও সালমান খান পরিচালক অ্যাটলি কুমারের সঙ্গে দেখা করেছি এ খবর পুরোপুরি সত্য নয়। মিটিং করা তো দূরের কথা, জীবনে কখনো অ্যাটলির সঙ্গে দেখা করিনি। যতক্ষণ আমাদের মুখ থেকে না শুনবেন ততক্ষণ এসব গুজবে কান দেবেন না।'

এরপর আরবাজ জানান, তিনি এবং সালমান খান মুখিয়ে আছেন 'দাবাং ৪' সিনেমাটিকে নিয়ে। তারাও এটিকে বড় পর্দায় নিয়ে আসতে চান। কিন্তু এখনও সেটার সঠিক সময় হয়নি। সেটা যখন হবে তখনই আসবে 'দাবাং ৪'।

সালমান খানকে আগামীতে 'টাইগার ভার্সেস পাঠান'সহ এআর মুরুগাদোসের সিনেমাতে দেখা যাবে। এটি প্রযোজনা করবেন সাজিদ নাদিয়াওয়ালা। সেই সিনেমাটি ২০২৫ সালের ঈদে মুক্তি পাবে।

## অনিশ্চয়তায় আনুশকার 'চাকদহ এক্সপ্রেস'

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** এখন পুরোপুরি মা হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করছেন বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা। কন্যা ভামিকা বড় হচ্ছে। অন্যদিকে পরিবারে সদ্য আগমন ঘটেছে পুত্র অকায়-এর। তাই মা হিসেবে বিরাটপত্নীর দায়িত্বও বেড়েছে। ফলে আর পাঁচজন মায়ের মতো আনুশকার জীবনও বদলে গেছে। বলিউড থেকে লম্বা বিরতি নিয়েছেন অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা। প্রেক্ষাগৃহে তাঁর শেষ মুক্তি পাওয়া সিনেমা 'জিরো'।

শাহরুখ খান ও ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে আনুশকার সেই সিনেমা মুক্তি পায় ২০১৮ সালে।

কথা ছিল নিজের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 'ক্লিন স্লেট ফিল্মজ'-এর 'চাকদহ এক্সপ্রেস'-এর হাত ধরে আবার পর্দায় ফিরবেন তিনি। লন্ডনের পাশাপাশি ভারতের ছয় শহরে ৬৫ দিন ধরে সিনেমাটির কাজও করেন এই অভিনেত্রী।

কথা ছিল ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে 'চাকদহ এক্সপ্রেস'। কিন্তু এখন জানা গেল ছবির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি বাতিল হওয়ার কারণে সিনেমাটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি দেওয়া হবে না। ফলে ছবির ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

আনুশকা শর্মা ও তাঁর ভাই কর্ণেশ শর্মা মিলে ২০১৩ সালে তৈরি করেন ক্লিন স্লেট ফিল্মজ। তারা 'বুলবুল' ও 'কালা'র মতো ছবি প্রযোজনাও করেছেন। বছর তিনেক আগে ক্লিন স্লেট ফিল্মজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন আনুশকা। এদিকে সম্প্রতি নেটফ্লিক্সের সঙ্গে কর্ণেশের চুক্তি শেষ হয়েছে। ফলে 'চাকদহ এক্সপ্রেস'-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। মতপার্থক্যের কারণেই নেটফ্লিক্স থেকে সরে এসেছেন কর্ণেশ।

শুধু চাকদহ এক্সপ্রেসই নয়, 'আফগানি স্নো' নামে আরও একটি প্রজেক্ট ছিল তাদের। ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, 'চুক্তি বাতিল হওয়ায় নেটফ্লিক্সের কাছ থেকে ছবি দুটি নতুন করে কিনে নিতে পারেন কর্ণেশ। তার পর তিনি অন্য মাধ্যমগুলোর সঙ্গে ছবির মুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসবেন।

নিজের এই ছবি নিয়ে আনুশকা জানিয়েছেন, এই ছবিটা খুব স্পেশাল, কারণ এটা বলবে আত্মত্যাগের গল্প। ... নারী ক্রিকেট নিয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দিতে পারে এই ছবি। যখন ঝুলন ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল, তখন মেয়েদের জন্য স্পোর্টসের দুনিয়ায় পা রাখাটাই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। এই ছবিতে এমন অনেক গল্প উঠে আসবে যা ঝুলনের জীবনকে, নারী ক্রিকেটকে একটা পথ দেখিয়েছে।

## কোরআন পড়ে মুগ্ধ হলিউড তারকা উইল স্মিথ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** রমজানে পবিত্র আল কোরআন পড়েছেন হলিউড সুপারস্টার ও মার্কিন তারকা অভিনেতা উইল স্মিথ। গত বছরের রমজানে তিনি কোরআন পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন। মিসরীয় সাংবাদিক আমর আদিবকে বিগ টাইম পডকাস্টে তিনি জানান, আমি সরলতা ভালোবাসি; আল কোরআন স্পষ্ট; এটি পুরো স্বচ্ছ। এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই। এটির সারমর্ম স্পষ্ট এবং খুবই সুন্দর।

তিনি আরও জানান, তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ পড়েছেন। এরপর তিনি কুরআন তাওরাত ও বাইবেলের মধ্যকার মিল দেখে বেশ অবাক হয়েছেন।

স্মিথ বলেন, আমি খুব অবাক হলাম যখন দেখলাম এগুলোর মধ্যে কত মিল। আমি কখনো ইব্রাহিমকে পিতা হিসেবে বুঝতে পারিনি এবং এর পর ঈসা ও ঈসমাইলের সঙ্গে তার বিভক্তি। এই অনুধাবনের সমাপ্তিটা খুব সুন্দর ছিল।

হলিউডের এই জনপ্রিয় তারকা বর্তমানে সৌদি আরব সফরে রয়েছেন। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর প্রতি নিজের ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন।

তিনি রসিকতার ছলে বলেন, 'আমার মনে হয় আমি পূর্বের জীবনে দৈত্য ছিলাম। মনে হচ্ছে আমি আমার বাড়িতে রয়েছি। বিষয়টি আমি পছন্দ করছি'।

দুই বছর আগে স্মিথ অস্কারের মঞ্চে ক্রিস রককে চড় মারার জন্য আলোচনায় এসেছিলেন। বিখ্যাত আলাদিন ছবিতে অভিনয় করেছিলেন এ মার্কিন তারকা।

## আর্জেন্টিনার পরের

# দুই ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন মেসি

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** এল সালভাদর ও কোস্টা রিকার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া ম্যাচ দুটিতে অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে পাচ্ছে না তারা। ডান হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন কাতার বিশ্বকাপ জয়ী এই তারকা।

গত বুধবার কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ইন্টার মায়ামির হয়ে ন্যাশভিল এসসির বিপক্ষে ম্যাচের ৫০তম মিনিটে মাঠ ছাড়েন মেসি। ম্যাচের পর মায়ামি কোচ জেরার্ড মার্টিনো জানিয়েছিলেন, আর্জেন্টাইন তারকার হ্যামস্ট্রিংয়ে টান লেগেছে। পরে গত শনিবার মেজর লিগ সকারে ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে মায়ামির ম্যাচে খেলতে পারেননি তিনি। আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সোমবার তাদের এক্স অ্যাকাউন্টে জানায়, ওই চোটের কারণেই এল সালভাদর ও কোস্টা রিকার বিপক্ষে ম্যাচ দুটিতে থাকছেন না মেসি। এই চোটকে অবশ্যওমাইনর্ব্র বলেই উল্লেখ করেছে তারা।

চোটের কারণে এই দুই ম্যাচ থেকে আগেই ছিটকে গেছেন ফরোয়ার্ড পাউলো দিবালা, মিডফিল্ডার পালাসিওস ও ডিফেন্ডার মার্কোস সেনেসি। এরই মধ্যে ম্যাচ খেলতে আর্জেন্টাইন খেলোয়াড়রা ফিলাডেলফিয়ায় চলে এসেছেন। যাদের মধ্যে অন্যতম ম্যানচেস্টার সিটির হুয়ান আলভারেজও। বাকিদের মঙ্গলবারের মধ্যে যোগ দেওয়ার কথা।

## অধিনায়কের নাম ঘোষণা করল

# দিল্লি ক্যাপিটালস

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** আসন্ন আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসকে কে নেতৃত্ব দেবেন, তা নিয়ে জল্পনা চলছিলই। গত বছর ঋষভ পন্তের অনুপস্থিতিতে অধিনায়ক হয়েছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। এবার পন্থ দলে ফিরেছেন। তবু নেতৃত্ব নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিলই। আইপিএল শুরুর তিন দিন আগে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লি।

এবার দলে ফিরেছেন পন্থ। যদিও তাকে চেনা ছন্দে দেখতে পাওয়া নিয়ে কিছুটা সংশয় রয়েছে। ব্যাটিং করতে সমস্যা না হলেও এখনো স্বচ্ছন্দে উইকেট রক্ষা করতে পারছেন না তিনি। এই পরিস্থিতিতে দিল্লিকে আইপিএলে কে নেতৃত্ব দেবেন সেটাই ছিল বড় প্রশ্ন। মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) সেই প্রশ্নের উত্তর দিল আইপিএলের দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজি। সৌরভের দল জানিয়ে দিল আসন্ন আইপিএলে দিল্লির অধিনায়ক ২৬ বছরের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। অর্থাৎ আবার পন্তের হাতেই নেতৃত্ব তুলে দিয়েছেন দিল্লি কর্তৃপক্ষ। দলের অন্যতম কর্ণধার পার্থ জিন্দল বলেছেন, 'পন্তকে অধিনায়ক হিসাবে আবার স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত। পন্ত অকুতোভয় ক্রিকেটের প্রতীক। সুস্থ হয়ে ওঠার পথেও ডাকাবুকো ভাবমূর্তি ধরে রেখেছিল পন্ত। ওকে দলের সঙ্গে মাঠে নামতে দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। আমরা নতুন উদ্যম নিয়ে একটা নতুন মরসুমের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।'

দলের আর এক কর্ণধার কিরণ কুমার গান্ধী বলেছেন, 'পন্ত কঠোর পরিশ্রম করছে। জীবনের অন্যতম কঠিন সময়েও পরিশ্রম করে গিয়েছে। আমার কোনো সন্দেহ নেই, ওর সতীর্থরা ওকে দেখে দারুণ অনুপ্রাণিত হবে। নতুন মরসুমে সবাই নতুন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অধিনায়ক পন্ত এবং ওর দলের জন্য শুভেচ্ছা থাকল।'

উল্লেখ্য, ২০২০ মরসুমে দিল্লির অধিনায়ক ছিলেন শ্রেয়স আয়ার। ২০২১ এবং ২০২২ মরসুমে দিল্লিকে নেতৃত্ব দেন পন্ত। তিনি গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হওয়ায় এক বছরের বেশি সময় মাঠের বাইরে ছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে গত বছর আইপিএলে দিল্লির অধিনায়ক হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং ব্যাটার ওয়ার্নার।

## ঘরের মাঠে হায়দ্রাবাদকে হারিয়ে

# আইপিএল শুরু কলকাতার

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** রাতের ইডেন দেখল হেনরিখ ক্লাসেনের ঝড়। খাদের কিনারা থেকে একাই প্রায় জিতিয়ে দিয়েছিলেন হায়দ্রাবাদকে। কিন্তু শেষ ওভারে বদলে গেল সব।

হর্ষিত রানার একটা ওভার জিতিয়ে দিল কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। নায়ক হতে গিয়েও হতে পারলেন না ক্লাসেন। মাঠে থাকা শাহরুখ খানের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল বেশ কিছু ক্ষণের জন্য। তা আবার ফিরল হায়দ্রাবাদের ২০ ওভার শেষ হওয়ার পর। আগে ব্যাট করে কলকাতার তোলা ২০৮-৭ রানের জবাবে ২০৪-৭ স্কোরে থেমে গেল হায়দ্রাবাদের ইনিংস।

কলকাতার প্রথম চমকটা ছিল ওপেনিং জুটিতেই। শুক্রবার পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল বেঙ্কটেশ আয়ারের সঙ্গে ফিল সল্ট বা রহমানুল্লাহ গুরবাজের মধ্যে কেউ ওপেন করতে পারেন। ম্যাচের আগে টিম হাড্‌ল সল্টের হাতে টুপি তুলে দেওয়ায় নিশ্চিত হওয়া গেল তিনিই খেলছেন। কিন্তু কলকাতা ব্যাট করতে নামার সময়েই চমক| সল্টের সঙ্গে যিনি এগিয়ে আসছিলেন ক্রিজের দিকে, তিনি বেঙ্কটেশ নন, সুনীল নারাইন। অতীতে তাকে ফাটকা হিসাবে ওপেনিংয়ে খেলানো হয়েছে। কিন্তু আইপিএলের প্রথম ম্যাচেই পরীক্ষা কেন?

যা হওয়ার ছিল তাই হল। নারাইন কোনও অবদান রাখতেই পারলেন না। উল্টে নিরামিষ একটা বলে রান আউট হলেন। সল্ট অনেক আগেই রান নেবেন না জানিয়েছিলেন। তত ক্ষণে নারাইন মাঝ পিচে। সবচেয়ে বড় কথা, ফিল্ডার বল ছোড়ার আগে ক্রিজে ফেরার আগ্রহ টুকু পর্যন্ত দেখালেন না। হেলতে-দুলতে ফিরতে গেলেন। শাহবাজ[] আহমেদের থ্রো সরাসরি উইকেট ভেঙে দিল।

এর পর কলকাতা দলে আয়ারাম-গয়ারামদের মিছিল। বেঙ্কটেশ তিনে নামলেন। উল্টো দিকে সল্ট আগ্রাসী খেলতে থাকা সত্ত্বেও নিজে অনাবশ্যক ঝুঁকি নিতে গেলেন। নটরাজনের বলে যে শটটি খেললেন তার কোনও দরকার ছিল না। সোজা গেল মার্কো জানসেনের হাতে। পর পর দুটো উইকেট পড়ায় দরকার ছিল এমন একজনের নামার যিনি ধরে খেলতে পারেন। নীতীশ রানাকেই নামানো যেত। এখানেই ভুল করল কলকাতা। নামলেন শ্রেয়স আয়ার। দ্বিতীয় বলেই তাড়াহুড়ো করে ছয় মারতে গেলেন। কভারে ক্যাচ ধরতে প্যাট কামিন্সের কোনও অসুবিধাই হল না।

এখানেই কলকাতার ক্রিকেটারদের 'সাহসিকতা' থামেনি। নীতীশই বাদ যাননি সেই তালিকা থেকে। দিব্যি সল্টের সঙ্গে খেলছিলেন। একটি ছক্কা মেরে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিলেন। হঠাৎ করে ডান হাতি হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা দেখা গেল। রিভার্স সুইপ খেলতে গিয়ে মারকান্ডের বলে ক্যাচ দিলেন রাহুল ত্রিপাঠির হাতে।

ইডেন প্রত্যাশা করেছিল রিঙ্কু সিংহের। বদলে নামলেন আর এক সিংহ, রমনদীপ। শ্রেয়স, নীতীশদের মতো অপরিণত মানসিকতা তিনি দেখাতে চাননি। ধরে ধরে খেলে ইনিংস এগোনোর সিদ্ধান্ত নিলেন। উল্টো দিকে যে সল্ট আগ্রাসী ছিলেন, তিনিও কিছুটা গুটিয়ে রমনদীপের মতোই্ধীরে চল্রো নীতি নিলেন। তাতে রান তোলার গতি কমে গেল ঠিকই, কিন্তু কলকাতা ব্যাটিং-ধস সামাল দেওয়া গেল। রমনদীপ মারার বল মারছিলেন, ধরার বল ধরে খেলছিলেন। পঞ্চম উইকেটে সল্ট-রমনদীপের ৫৪ রানের জুটি কলকাতাকে অনেকটা এগিয়ে দিল।

কয়েক বলের ব্যবধানে সল্ট (৫৪) এবং রমনদীপ (৩৫) ফিরে যাওয়ার পর আবার চাপে পড়ে কলকাতা। কিন্তু খেলা ঘুরিয়ে দিলেন একা তিনি, আন্দ্রে রাসেল। গত মৌসুমে তার ব্যাটে রানের আশায় হাপিত্যেশ করে বসেছিলেন কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীরা। কিন্তু রাসেল-ঝড় ওঠেনি। শনিবারের ইডেন রাসেল-ঝড় উপভোগ করল। প্রথম কয়েকটা বলে রাসেল ধরে খেলছিলেন। কিন্তু স্পিনারেরা আসতেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। মারকান্ডের এক ওভারে মারলেন তিনটি ছয়।

এর পর আর তাকে ধরে রাখা যায়নি। রাসেল-ঝড়ের সামনে যে-ই এল, খড়কুটোর মতো উড়ে গেল। ১৯তম ওভারে ভুবনেশ্বর কুমারকে ছয় মেরে ২০ বলে অর্ধশতরান করলেন। তত ক্ষণে হায়দরাবাদের বোলারেরা দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন। উল্টো দিক থেকে রিঙ্কুরও ব্যাট চলতে শুরু করেছে। যে কলকাতাকে দেখে একসময় মনে হচ্ছিল দেড়শোও পেরোবে না, তারাই রাসেল-রিঙ্কুর সৌজন্যে দুশো পার করে ফেলল। রাসেল অপরাজিত থাকলেন ৬৫ রানে।

কলকাতার বোলিংয়ের সময় নজর ছিল ২৪.৭৫ কোটির মিচেল স্টার্কের দিকে। প্রথম ওভারেই বল করতে এলেন তিনি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী হতাশ করলেন শুরুতেই। তৃতীয় বলেই ওয়াইডে গেল পাঁচ রান। যার এক-একটি বলের দাম ৬ লক্ষ টাকা, তিনি প্রথম ওভারেই দিলেন ১২। দ্বিতীয় ওভারে ১০। কলকাতার পেস বোলিং বিভাগ এমনিতেই দুর্বল। হর্ষিত রানা কোনও দিন স্টার্কের পাশে বল করবেন ভাবাও যায়নি। বিকল্পের অভাবে তাকেই খেলাতে হয়েছে। প্রথম ওভারে ৫ রান দিলেও দ্বিতীয় ওভারে দিলেন ১৩।

শ্রেয়স এর পর স্পিনার নিয়ে এলেও লাভ হয়নি বিশেষ। বরুণ চক্রবর্তী প্রথম ওভারে দিলেন ১৮। ওপেনিং জুটিতে ৫০ রান উঠে গেল। প্রথম ধাক্কা দিলেন হর্ষিত রানা। মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে ফেরালেন। সুনীল নারাইন এসে নিজের কাজ শুরু করলেন। প্রথম ওভারে দিলেন মাত্র ২ রান। পরের ওভারেই রাসেল তুলে নিলেন অভিষেক শর্মাকে। নারাইনের দ্বিতীয় ওভারে রাহুলের সহজ ক্যাচ বরুণ ফেলে না দিলে সেখানেই চাপে পড়ে যায় হায়দরাবাদ।

রাহুল এবং এডেন মার্করাম নেমে ম্যাচ প্রায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিচ্ছিলেন। কলকাতার বোলারদের বলও বেশ খারাপ হচ্ছিল। কলকাতা ম্যাচে ফিরল বরুণের হাত ধরে। নিজের দ্বিতীয় ওভার করতে এসে তুলে নিলেন মার্করামকে। পরের ওভারে রাহুলকে তুলে নিলেন নারাইন। দুই সেট হয়ে যাওয়া ব্যাটার হারিয়ে বেশ চাপে পড়ে যায় হায়দরাবাদ।

তবু তখনও ছিলেন হেনরিখ ক্লাসেন, যাকে ক্রিকেটবিশ্ব ধ্বংসাত্মক ব্যাটার হিসাবেই চেনে। সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছিলেন আব্দুল সামাদ। সেই সামাদকে আউট করলেন রাসেলই।

## আমাকে 'কিং' বলে ডাকবেন না : কোহলি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সদ্য শেষ হওয়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলেননি বিরাট কোহলি। সন্তানের জন্মের জন্য ছুটিতে ছিলেন। লন্ডন থেকে ফিরে সোজা যোগ দিয়েছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) শিবিরে। আর এসেই সমর্থকদের কাছে বিশেষ অনুরোধ করেছেন, যাতে কেউ তাকে 'কিং' না ডাকেন।

শুরু হচ্ছে আইপিএলের ১৭তম আসর। তার আগে মঙ্গলবার চেন্নাইয়ের চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বর্ণাঢ্য আয়োজনে আনবক্স অনুষ্ঠান করেছে আরসিবি। যেখানে নিজেদের নতুন করে ব্র্যান্ডিং করল আইপিএলের জনপ্রিয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি।

জমকালো সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কোহলিও। সেখানে বিরাটকে 'কিং কোহলি' বলে সম্বোধন করেন সঞ্চালক দানিশ। সঙ্গে সঙ্গে কোহলি বলে ওঠেন, তাকে যেন 'কিং' বলে না ডাকা হয়।

কোহলির কথায়, আপনারা দয়া করে আমায় ওই নামে ডাকা বন্ধ করুন। আমাকে শুধু বিরাট বলুন। আমি ফ্যাফ ডু প্লেসিসকেও বলছিলাম, প্রতি বছর আমায় যখনই ওই নামে ডাকা নয়, ভীষণ লজ্জা পাই। তাই আবারও বলছি, প্লিজ এর পর থেকে ওভাবে সম্বোধন করবেন না। আমার লজ্জা লাগে।

অনুষ্ঠানে আইপিএলের ১৭তম আসরে এসে নিজেদের নাম পরিবর্তন করল বিরাট কোহলির দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালোর (আরসিবি)। এবার থেকে 'বেঙ্গালোর'র পরিবর্তে 'বেঙ্গালুরু' রাখা হয়েছে।

তবে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি আরসিবির নামে। তারা কেবল দক্ষিণ ভারতের এই শহরের নামের সঙ্গে মিল রেখে ছোট একটি পরিবর্তন এনেছে। 'বেঙ্গালোর'র বদলে এখন থেকে 'বেঙ্গালুরু' ডাকা হবে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির নামের শেষাংশকে।

## রাহুল-পুরানের হাফসেঞ্চুরি,

# স্লগ ওভারে ম্যাচের রং বদল অশ্বিনের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** প্রথমে ব্যাট করে রাজস্থান রয়্যালস। ঘরের মাঠে লখনউকে ১৯৪ রানের টার্গেট দিয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস। সৌজন্যে ক্যাপ্টেন সঞ্জু স্যামসনের ৫২ বলে অপরাজিত ৮২ রান। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন রিয়ান পরাগ। ২৯ বলে ৪৩ রান করেন। শেষ দিকে ধ্রুব জুরেল ১২ বলে ২০ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেন। লখনউ বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ক্রুনাল পান্ডিয়া।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুম জয় দিয়ে শুরু করল রাজস্থান রয়্যালস। ব্যাটিংয়ের পর দুর্দান্ত ক্যাপ্টেন্সি সঞ্জু স্যামসনের। বোলিং পরিবর্তনেও নজর কাড়লেন। সার্বিক ভাবে প্রথম ম্যাচেই হিট ক্যাপ্টেন সঞ্জু স্যামসন। ঘরের মাঠে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে ২০ রানে হারাল তারা। লখনউ সুপার জায়ান্টস ক্যাপ্টেন এবং ভাইস ক্যাপ্টেন দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। ম্যাচ জেতানোর জন্য তা যথেষ্ঠ ছিল না।

প্রথমে ব্যাট করে রাজস্থান রয়্যালস। ঘরের মাঠে লখনউকে ১৯৪ রানের টার্গেট দিয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস। সৌজন্যে ক্যাপ্টেন সঞ্জু স্যামসনের ৫২ বলে অপরাজিত ৮২ রান। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন রিয়ান পরাগ। ২৯ বলে ৪৩ রান করেন। শেষ দিকে ধ্রুব জুরেল ১২ বলে ২০ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেন। লখনউ বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ক্রুনাল পান্ডিয়া। কোনও উইকেট না নিলেও ৪ ওভারে মাত্র ১৯ রান দেন সিনিয়র পান্ডিয়া।

রান তাড়ায় দারুণ জায়গাতেই ছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। বিশেষ করে বলতে হয় ক্যাপ্টেন লোকেশ রাহুলের কথা। ৪৪ বলে ৫৮ রানের ইনিংস খেলেন। শেষ দিকে বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন নিকোলাস পুরানও। ৪১ বলে ৬৪ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। যদিও ম্যাচের রং বদলান মূলত রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ১৮তম ওভারে মার্কাস স্টইনিসকে ফেরান অশ্বিন। স্লগ ওভারে স্টইনিসের মতো ব্যাটার কী পার্থক্য গড়ে দিতে পারেন, এ কারও অজানা নয়। শেষ অবধি ১৭৩ রানে থামে লখনউ ইনিংস।

## আমেরিকায় হবে

# রিয়াল-বার্সার এল ক্লাসিকো

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** স্প্যানিশ লা লিগার চলতি মৌসুম শেষ হবে ২৬ মে। এরপর নতুন মৌসুম শুরু হবে আগস্টে। নতুন মৌসুম শুরুর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাবে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ। সেখানে তারা 'সকার চ্যাম্পিয়নস ট্যুর-২০২৪'

এর অংশ হিসেবে তিনটি করে ম্যাচ খেলবে। তার মধ্যে একটিতে তারা মুখোমুখি হবে। অর্থাৎ একটি এল ক্লাসিকোও অনুষ্ঠিত হবে।

রিয়াল-বার্সা ছাড়াও এই ট্যুরে থাকবে ম্যানচেস্টার সিটি, চেলসি ও এসি মিলান। ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে নিউ ইয়র্ক, ইস্ট রাদারফোর্ড, অর্ল্যান্ডো, বাল্টিমোর, শিকাগো ও শার্লটে।

রিয়াল মাদ্রিদ ৩১ জুলাই তাদের প্রথম ম্যাচে এসি মিলানের মুখোমুখি হবে শিকাগোতে। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে ৩ আগস্ট নিউ ইয়র্কে লড়বে বার্সেলোনার বিপক্ষে এল ক্লাসিকোতে। আর ৬ আগস্ট শেষ ম্যাচে শার্লটে তাদের প্রতিপক্ষ চেলসি।

অন্যদিকে বার্সেলোনা ৩০ জুলাই অর্লান্ডোতে ম্যানচেস্টার সিটির মুখোমুখি হবে। এরপর ৩ আগস্ট খেলবে রিয়ালের বিপক্ষে। আর ৬ আগস্ট শেষ ম্যাচে তারা খেলবে এসি মিলানের বিপক্ষে বাল্টিমোরে।

ম্যানচেস্টার সিটি ২৭ জুলাই ইয়াংকি স্টেডিয়ামে তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে এসি মিলানের বিপক্ষে। ৩০ জুলাই দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে বার্সার বিপক্ষে। ইংলিশ ক্লাবটি কেবল দুটি ম্যাচই খেলবে।

## দারুণ জয়ে

# দুইয়ে উঠে এলো বার্সেলোনা

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** স্প্যানিশ লা লিগায় রোববার রাতে জয় পেয়েছে বার্সেলোনা। তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে। এই জয়ে জিরোনাকে পেছনে ফেলে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থান দখলে নিয়েছে জাভির শিষ্যরা। ২৯ ম্যাচ থেকে তাদের সংগ্রহ ৬৪ পয়েন্ট। সমান ম্যাচ থেকে ৭২ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ আছে শীর্ষে। ৬২ পয়েন্ট নিয়ে জিরোনা আছে তৃতীয় স্থানে। আর ৫৫ পয়েনট নিয়ে অ্যাটলেটিকো আছে পঞ্চম স্থানে।

এদিন ম্যাচের শুরুতে বার্সেলোনার সঙ্গে বেশ টক্কর দেয় অ্যাটলেটিকো। কিন্তু ৩৮ মিনিটের পর থেকে খেই হারায় তারা। এ সময় রবার্ত লেভানডোফস্কির বাড়িয়ে দেওয়া বল পেয়ে খুব কাছ থেকে গোল করে বার্সাকে এগিয়ে নেন জোয়াও ফেলিক্স।

এর পরপরই লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বার্সার কোচ জাভি হার্নান্দেজ। প্রথমে তাকে হলুদ কার্ড দেখানো হয়। তারপর কিছু একটা বলায় লাল কার্ড দেখানো হয়।

বিরতির পর ৪৭ মিনিটে গোল পেয়ে যান লেভানডোফস্কিও। এ সময় রাফিনহা বল কেড়ে নেন অ্যাটলেটিকোর রদ্রিগো ডি পলের কাছ থেকে। এরপর বাড়িয়ে দেন লেভানডোফস্কিকে। তিনি গোল করে ব্যবধান বাড়াতে ভুল করেননি।

৬৫ মিনিটে ফারমিন লোপেজের গোলে ৩-০ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত হয় বার্সার। এ সময় লেভানডোফস্কির বাড়িয়ে দেওয়া বলে লাফিয়ে উঠে হেড নিয়ে জালে জড়ান লোপেজ।

শেষ মুহূর্তে দশজনের দলে পরিণত হয় অ্যাটলেটিকো। ৯০+২ মিনিটের মাথায় লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন তাদের রাইট ব্যাক নাহুয়েল মলিনা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR